দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জাবিতে চরম আবাসন সংকট ।। শিক্ষার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত

২৯ মার্চ শুরু হচ্ছে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস

॥ মুকিমুল আহসান হিমেল জাবি থেকে ॥

দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এখন চরম আবাসন সংকটে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয় হারাতে বসেছে তার আবাসিক বৈশিষ্ট। সংকট মাথায় রেখে আগামী ২৯ মার্চ শুরু হতে যাচ্ছে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে নতুন ক্লাস।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু ১৯৭০ সালে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই রয়েছে আবাসিক সুবিধা বঞ্চিত। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ১০০ ভাগ শিক্ষার্থীই আবাসিক সুবিধা বঞ্চিত হবে।

সূত্রমতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলে প্রায় সাড়ে আট হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে আসন আছে মোট ৫৫৫৮টি। প্রায় ৩ হাজার শিক্ষার্থী বর্তমানে আবাসিক সুবিধা বঞ্চিত। হলগুলোতে আসন সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ শিক্ষার্থী সংযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে ১ম ও ২য় বর্ষের অনেক শিক্ষার্থীকে কষ্ট করে থাকতে হয় কমনরুম, ছাত্রসংসদ ভবন কিংবা নামাজ রুমে। এমন অসহায়ভাবে বসবাসের ফলে অনেকে পড়াশুনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলগুলোর মধ্যে আল বেরুনী হলে ৪৪০ সিটের বিপরীতে প্রায় ৮০০ জন, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৭০৮ সিটের বিপরীতে ১২০০ জন, সালাম বরকত হলে ৩৯৬ সিটের বিপরীতে ৬০০ জন। কামালউদ্দিন হলে ৪০০ সিটের বিপরীতে ৬৮০ জন ও ভাসানী হলে ৭৬৮ সিটের বিপরীতে ১১৫০ জন এবং বঙ্গবন্ধু হলে ৭৬৮ সিটের বিপরীতে ১১৫০ জন ছাত্র সংযুক্ত রয়েছে।

অপরদিকে ছাত্রীহলগুলোর মধ্যে জাহানারা ইমাম হলে ৫০৪ সিটের বিপরীতে ৭০০ জন। ফজিলাতুন্নেছা হলে ২২২ সিটের বিপরীতে ৩২০জন, প্রীতিলতা হলে ৫০৪ সিটের বিপরীতে ৬৫০ জন, ফয়জুন্নেছা হলে ৩৪০ সিটের বিপরীতে ৪০০ জন এবং বেগম খালেদা জিয়া হলে ৫১২ সিটের বিপরীতে ৬৪০ জন ছাত্রী সংযুক্তি রয়েছে। এদিকে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের হলে আসন বরাদ্দ করা হবে না বলে প্রশাসন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে। সূত্র জানায় যতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বের হবে তার (৫ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জাবিতে চরম আবাসন

(তৃতীয় পৃঃ পর)

বিপরীতে সমান সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে, কিন্তু সেশন জটের কারণে মাস্টার্সে আটকে থাকা অনেক শিক্ষার্থী হলে অবস্থান করছে। পাশ করে যাওয়ার পরও সিট না ছাড়া, রাজনৈতিক নেতাদের একাধিক কক্ষ দখল করে থাকা ও আসন বণ্টনে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণহীনতার ফলে তীব্র সিট সংকটের শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।